জন মার্টিন

আজ আমাদের বার বছর। আমাদের অভিবাসনের ১২ বছর। দেশ ছেড়ে এমন অচেনা আলো বাতাসের দেশে আমাদের কেমন লাগছে? আমরা কেমন আছি? যারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রবাসী হয়েছি – আসলে আমরা আমাদের সত্ত্বাকে দ্বিখণ্ডিত করেছি। আমরা প্রবাসে সব কিছুর সাথে মন প্রাণ দিয়ে এক হতে পারি না। এবং পারিনা নিজের জন্মভূমিতে সেই আগের মত ফিরে যেতে। এতদিনে আমরাও যে ধীরে ধীরে আমাদের শিকড় গাঢ়া শুরু করেছি এই অচেনা আলো-বাতাস- ভাষার দেশে।আমাদের পরিচিত সেই মানুষ আর জায়গাগুলো বদলেছে, বদলেছি আমরাও। সেই পরিচিত মানুষগুলো আমাদের 'বিদেশি' অথবা 'প্রবাসী' ভাবে। আমি যেন আর সেই আমার পুরনো স্পর্শগুলো খুঁজে পাইনা।

এই দেশে প্রথম আসার পর উন্মাদের মত খুঁজেছি কোথায় বাংলা দোকান, বাংলা ভাষা, বাংলা নাটক, গান। যে বাংলা গান ঢাকাতে তেমন মনোযোগ দিয়ে শুনিনি, সেই গান যখন লাল মরুভূমির উপর গাড়ী চালিয়ে শুনেছি... চোখের সামনে দেখেছি আমার রবিঠাকুর আর ভাটিয়ালি এই ঠা ঠা রোদে পুড়ে যাওয়া মরুভূমিতে কেমন বৃষ্টির পরশ বুলায়। প্রবাসে বেঁচে থাকার ওঁটাই আমাদের বড় ভরসা!পরে জেনেছি সকল অভিবাসী প্রক্রিয়ার এই একই রূপ। প্রবাসে শুধু দেশ, ভাষা আর সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের 'সব গেল'-র ভুতই কেবল তাড়া করেনা। সেই সাথে আছে আমাদের দেশীয় স্টাইলে রাজনীতির রেষারেষি আর ঝগড়া। এক সময় মনে হতো শুধু বুঝি বাঙ্গালীরা এই সব দল বানানো, দল ভাঙ্গা আর দল নিয়ে ঝগড়া করে। কিন্তু না। অভিবাসন এর গবেষণা বলে এই রকম কাজ অন্য দেশের মানুষ ও করে। তবে আমার ধারনা, এই ব্যাপারে আমরা চ্যাম্পিয়ন। দেশ থেকে আসার সময় দীর্ঘ দিনের সংসার মাত্র ছয়টি বাক্সে গুটিয়ে নিয়েছিলাম। আমাদের বাক্স – প্যাটরার সাথে ঐ দীর্ঘদিনের অভ্যাস গুলো কখন যে চুপি চুপি চলে এসেছে তা টের পাইনি। অতএব একটু যে সহ্য করতে ই হবে।

যে ধর্ম আর সংস্কৃতি আমাদের শক্তি যোগায়, সেই শক্তিকেই প্রবাসে আমরা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করি। আমাদের ধর্ম আর সংস্কৃতি আমাদের সন্তানদের এই 'ভিন-কালচার' থেকে বাঁচানোর বড় বর্ম। বেচারা ছেলেপুলেগুলো বাবা মার সাথে ক্রমাগত যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে! আমরা বুঝি না আমরা ওদের হারাচ্ছি! ওরা বুঝে না এ আমাদের অভিভাষণের ভয়।

প্রবাসের প্রথম কটি বছর কেবলই মনে হয়েছে এই তো হাত বাড়ালেই আমার জন্মভূমি। টেলিফোন এর কোম্পানিগুলো আমাদের উপর ভীষণ খুশি। ছুটির দিন গুলো কেটেছে প্রিয়জনের সাথে কথা বলে। ওদের একটাই কথা... 'আবার কবে আসবে?' আমরা ও সান্ত্বনা দিয়েছি, ' এই তো একটু গুছিয়ে নেই'। নিজেদের গুছাতে গিয়ে টের পাইনি কখন যেন আমাদের শিকড় ধীরে ধীরে এই অপরিচিত মাটির সাথে সখ্যতা তৈরি করেছে।ফেলে আসা পরিচিত সেই গাছ পালা আর নদীর উত্তাল ঢেউ এর সাথে দূরত্ব বেড়েছে দিনে দিনে অনেক। আর আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে আমাদের জন্মভূমি এখন স্মৃতির এ্যালবাম, হলিডের দেশ। আমরা কি পেড়েছি 'বিদেশী' হতে? এদেশের সব কিছুকে নিজের মত করে মেনে নিতে? আমি এমন অনেক প্রবাসীকে জানি যারা ২০ বছর পর ও এদেশের জাতীয় সঙ্গীত পুরো গাইতে জানে না। কিন্তু বিশ বছরে ভুলেনি 'মা তোর মুখের বানী আমার কানে লাগে শুধার মত'। এই হচ্ছি আমরা। এই আমাদের দ্বিখণ্ডিত সত্ত্বার গল্প। এই গল্প কিন্তু আমাদের সন্তানদের নয়। আমার মেয়ে ঋষিতা বাংলা অক্ষর শেখার আগে শিখেছে ইংরেজি বর্ণমালা- তাও আবার 'ম্যকডনালড' এর 'এম'দিয়ে। ও দেশে গেলে সবার আগে খুঁজে 'ম্যকডনালড'। যেমন আমি এদেশে এসে প্রথম খুঁজেছি বাংলা দোকান। ওদের সাথে আমাদের তফাৎ টা এখানেই। এখনও কোন জায়গায় ঘুরতে গেলে, সুন্দর কিছু দেখলে মনে পরে দেশে ফেলে আসা ভাইবোনদের কথা। যদি ওরা এসব দেখতে পারত? ভাল কোন নাটক দেখলে মনে পড়ে নাটকের সাথীদের কথা, ভাল

একটা বই পড়লে, ট্রেনিং করলে মনে পড়ে দেশের মনোবিজ্ঞানীদের কথা। আহারে... ওরা যদি এগুলো পেতো? বুকের কোথায় যেন অস্থিরতা টের পাই। আর তখনই বুঝি এই এতদিনে ও বিদেশী হতে পারিনি। সবশেষে মৌসুমির গল্প বলি। কিছুদিন আগে পত্রিকায় পৃথিবীর ১৪০ টা শহরের তালিকা ছাপা হয়েছে। তাতে সবার উপরে ছিল মেলবোর্ন আর সিডনি ছিল সাত নম্বরে। আমারা এই এক নম্বর শহরে অনেকবার গিয়েছি আর থাকি সাত নম্বরে। আমাদের প্রিয় ঢাকা ছিল সর্বশেষে। মৌসুমি আমাকে বলছিল ' চলো ঢাকাতে একটা ফ্ল্যাট কিনি'। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'শ্রেষ্ঠ শহরের তালিকা অনুযায়ী ঢাকা এখন বসবাসের জন্য সবচেয়ে নিচে। তুমি সাত নম্বর থেকে ১৪০ নম্বরে যাবে?' ও চুপ করে রইল। আমি জানলাম ওটা আসলে ওর নাড়ীর টান। এতদিনে আমরা একটা বিষয় ভাল বুঝেছি। অস্ট্রেলিয়া বা বাংলাদেশ আমাদের জায়গা নয়। ঋভু আর ঋষিতা যেখানে যাবে আমরা আসলে ওখানেই থাকব। কারণ ওরা আমাদের সূর্য আর আমরা ওদের পৃথিবী। পৃথিবী তো সূর্যকে ঘিরেই ঘুরে। আমাদের সন্তানদের বলেছি, আমরা মরে গেলে কোথাও মাটি দেয়ার দরকার নেই। আমাদের শরীর টাকে ছাই বানিয়ে তোরা দু ভাইবোন ভাগ করে রাখিস। তোদের ছাড়া আমরা বড় একা।

আমাদের অভিবাসনের গল্প নিয়ে একটা নাটক লিখেছিলাম। নাটকটির প্রথম প্রদর্শনী হয়েছিল প্যারামাটা রিভার সাইড থিয়েটারে সেই ২০০২ এ। নাটকটিতে অভিনয় করেছিল মৌসুমি, ঋভু আর আমি। এখন মনে হয় ঐ নাটকের কথাগুলো কেবল আমাদের নয় – সকল প্রবাসীদের।

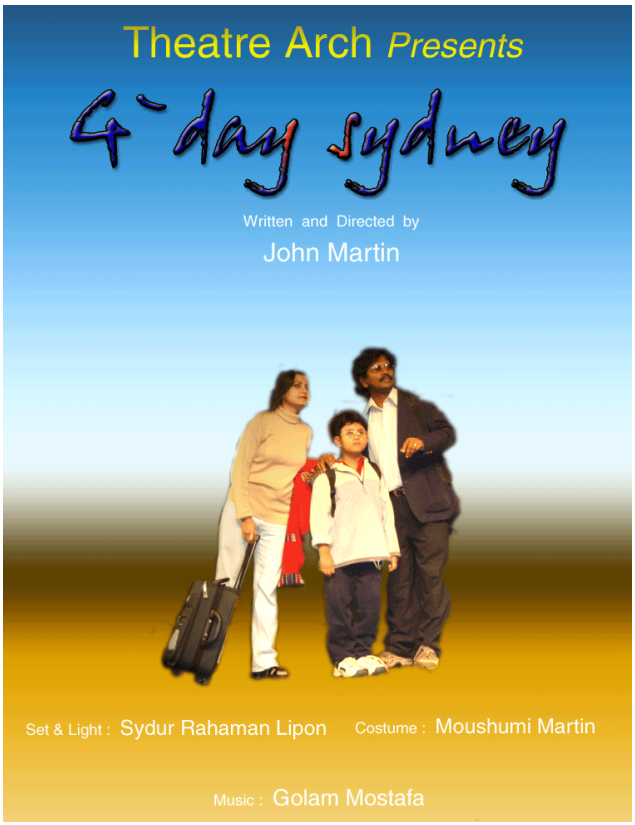

জন মার্টিন, probashimartins@gmail.com , facebook : Probashi Martin, ২৫শেসেপ্টেম্বর, ২০১২